দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে সভা টাস্কফোর্স রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা ঃ বাতিল দাবী

।। নূরুর রহমান ।।

সরকার কর্তৃক গঠিত তথাকথিত টাস্কফোর্সের তীব্র সমালোচনা করে বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ফেডারেশনের এক সাধারণ সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি জনাব হারুন ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি আমজাদ হোসেন বক্সী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের মহাসচিব সৈয়দ মকবুল আহমেদ, মোঃ আনসার আলী, মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। সভায় নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ফেডারেশন সরকার কর্তৃক গঠিত তথাকথিত টাস্কফোর্সের মনগড়া ও বিভ্রান্তিকর রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তাগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বিভিন্ন বোর্ডে বিরাজমান প্রকৃত অবস্থা ও তথ্য না জেনে-শুনে অসত্য ও ভিত্তিহীন রিপোর্ট প্রদানের মাধ্যমে দেশে প্রতিষ্ঠিত ৮টি শিক্ষা বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন এবং বোর্ডের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

সভায় নেতৃবৃন্দ টাস্কফোর্সের একাডেমিক বিষয় সংক্রান্ত উপ-কমিটির সুপারিশমালার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, দেশের প্রতিটি বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে সরকার কর্তৃক ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যাদেশে বোর্ডকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তবে অধ্যাদেশের ১০ ধারায় সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নিয়োগ করার ক্ষমতা দেয়, কিন্তু উক্ত অধ্যাদেশ বহির্ভূত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ভিন্ন বোর্ডের উপর অবাঞ্ছিত চাপ প্রয়োগসহ বিভিন্ন আদেশ নিজেই জারি করে বোর্ডের স্বায়ত্তশাসনকে খর্ব করছে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা, পদবি, বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণের ক্ষমতা বোর্ডকে দেয়া হয়েছে এবং বোর্ডের আয় ব্যয় তহবিল পরিচালনার ক্ষমতাও বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। উক্ত ক্ষমতাবলে বোর্ড সকল প্রকার ব্যয় করার আইনত অধিকারী। এসব ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, অধ্যাদেশের কোথাও এই ধরনের কোনো নির্দেশ নেই। তা ছাড়া বোর্ডের আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে হয় বিধায় কেউ ইচ্ছা করলেও বোর্ডের অর্থ আত্মসাৎ করার অবকাশ থাকে না।